গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় বীজ সম্মেলন ও মেলা ২০০৮
ঢাকা, বাংলাদেশ

জাতীয় বীজ সম্মেলন ও মেলা ২০০৮

স্থান : বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র
তারিখ : ৩০ জুন - ২ জুলাই ২০০৮
আয়োজনে ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়

SPONSORS

Media Partner

CO-SPONSORS

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

১৬ আষাঢ় ১৪১৫
৩০ জুন ২০০৮

বাণী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ও বিভিন্ন বেসরকারি বীজ প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে জাতীয় বীজ সম্মেলন ও মেলা ২০০৮ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ভাল উৎপাদনের জন্য ভাল বীজ অপরিহার্য। আমি আশা করি এ বীজ সম্মেলন ও মেলা বিভিন্ন শস্যের বীজ সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা ও জ্ঞান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। দেশের আবহাওয়া এবং অঞ্চল ভেদে মাটির গুণাগুণ অনুযায়ী বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদনের জন্য আমি কৃষি বিজ্ঞানী ও গবেষকদের আহ্বান জানাই।

আমি বীজ সম্মেলন ও মেলা-২০০৮ এর সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ

উপদেষ্টা
অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি বীজ প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টায় জাতীয় বীজ সম্মেলন ও মেলা-২০০৮ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জলবায়ু পরিবর্তনে খাদ্য নিরাপত্তায় বীজ শিল্প বিষয়টি সময়োপযোগী প্রতিপাদ্য বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ এবং জাতীয় অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি খাতের অবদান অপরিসীম। তাই সরকার বাজেটে কৃষি খাতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।

বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তনে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে একদিকে যেমন ফসল উৎপাদন মৌসুম ছোট হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি শস্যের ফলন কমে গিয়ে কোটি কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে তুলেছে। উন্নত বিশ্বে খাদ্য শস্যের বিকল্প ব্যবহারজনিত কারণে এই পরিস্থিতি আরো কঠিন হয়ে পড়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভালো মানের বীজের বিকল্প নেই। বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কৌশল বিষয়ে কৃষকদের মধ্যে যথাযথ জ্ঞান ও স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। জাতীয় বীজ সম্মেলন ও মেলা-২০০৮ এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি জাতীয় বীজ সম্মেলন ও মেলা-২০০৮ এর সাফল্য কামনা করছি।

(ড. এ. বি. মির্জা মোঃ আজিজুল ইসলাম)

জলবায়ু পরিবর্তনের পটভূমিতে খাদ্য নিরাপত্তায় বীজ

আনোয়ার ফারুক
মহাপরিচালক
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি পাচ্ছে সাইকোন, খরা, বন্যা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কৃষি উৎপাদন। অন্যদিকে তেলের উত্তরোত্তর মূল্য বৃদ্ধির কারণে উৎপাদিত খাদ্য শস্যের একটি বৃহৎ অংশ চলে যাচ্ছে বায়োফুয়েলে। ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তার এ ছোবলে কেবল যে দরিদ্র দেশগুলোই সংকটে পড়েছে তা নয়, উন্নত বিশ্বের ভিতও নড়বড়ে অবস্থায় পৌঁছেছে। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ একসময় সহজে আমদানি করে খাদ্য সংগ্রহ সহজ বিবেচনায় নিজেদের উৎপাদন বিনিয়োগে আগ্রহী ছিল না। কিন্তু আজ বিশ্বব্যাপী খাদ্য সল্পতার কারণে খাদ্য আমদানি হয়ে উঠেছে কঠিন থেকে কঠিনতর। অনুন্নত দেশগুলোর জন্য খাদ্য সংগ্রহ সমস্যা আরো তীব্র। এমনি সময়ে আগামী দিনগুলোতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন।

২. বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে বিগত বছরগুলোতে গৃহীত কার্যক্রমের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭০ সালে খাদ্য শস্য উৎপাদনের পরিমান ১ কোটি মে. টন হতে ২০০৮ সালে প্রায় ৩ কোটি মে. টনে উন্নীত হয়েছে। তারপরও বৃহৎ এ জনগোষ্ঠির জন্য আমাদিগকে প্রতিবছর খাদ্য শস্য আমদানি করতে হয়। বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন কমে যাওয়ায় আগামী দিনগুলোতে আমাদের সামনে খাদ্য শস্য সংগ্রহ দুরূহ হয়ে পড়বে। তাই আমাদের নিজেদের খাবার নিজেদের উদ্যোগে উৎপাদন করতে হবে। আগামী দিনগুলোতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সহজতর করতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধিতে অন্যতম উপকরণ হচ্ছে বীজ। এখন পর্যন্ত আমরা ১৮% ভালো বীজ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছি। এ বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি করতে পারলে আমাদের জন্য উৎপাদন ১০-১৫% সহজেই বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৩. বীজ সরবরাহের অগ্রগতি

গত তিন বছরের একটি তুলনামূলক চিত্র (তালিকা-১) থেকে দেখা যাচ্ছে দেশে ভাল বীজের মোট সরবরাহের উল্লেখ যোগ্য পরিমাণ বেড়ে চলেছে।

সারণী-১ঃ বীজ সরবরাহের তুলনামূলক বিবরণী

ফসল	চাহিদা	পরিমাণঃ মেঃ টন				
		বীজ সরবরাহ				
	২০০৫-০৬	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০১০-১১	২০১৪-১৫
ধান	৩০৬৮৪০	৭৭৬৬৪	৯৮৮০০	১১৮৫০০	১৪৫৪৩৫	১৬৯১০০
গম	৭০৮০০	১৯০৫১	৩৯০৫০	৩৯২০০	৪০৯০০	৫৬০৫০
ভুট্টা	৫০০০	৩২৩৩	৪৪২৫	৪৯৭০	৭৮০০	১০০০২
পাট	৪০০০	১৮০৬	২৮৬৫	২৯১৫	৩৪৩০	৩৯৬০
ডালবীজ	২১৩৭০	২৪৫	১৬১২	২৮০৮	৩৬০৫	৪৭১০
তৈলবীজ	১৫০০০	৩৯৮	৯৯৮	১৪৭৭	২৪৫৫	৩১৯৪
সবজি	২৬০০	৭৯১	৭৯২	৯৩০	১৪৩৮	১৮০০
মসলাবীজ	১৩৭০০০	১০৭	২২৪	৩৮৪	৪৯৬	৭১০
আলু	৬০০০০০	১৪২৩১	২০০০০	৩৯৬৮৬	২৯৫০০	৬৫০০০
মোট	১১৬২৬১০	১১৭৫২৬	১৬৮৭৬৬	২১০৮৭০	২৫০৫৫৯	৩১৪৫২৬

২০০৫-০৬ সালে মানসম্মত বীজ সরবরাহের মোট পরিমাণ ছিল ১১৭৫২৬ মেট্রিক টন। ২০০৭-০৮ সালে সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ২১০৮৭০ মেট্রিক টন যা মোট চাহিদার ১৮ শতাংশ । মানসম্মত বীজ সরবরাহের এ বৃদ্ধির হার প্রায় শতকরা ৭৯ ভাগ। ২০১০-১১ সালে বীজ সরবরাহের পরিমাণ বেড়ে দাড়াবে ২৫০৫৫৯ মেট্রিক টন যা চাহিদার ২২ শতাংশ । ২০১৪-১৫ সালে ৩১৪৫২৬ মেট্রিক টন মানসম্মত বীজ সরবরাহের লাক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা চাহিদার ২৭ শতাংশ ।

৩. বর্তমান চাহিদা ও সরবরাহ ঃ

বিগত বছরগুলোতে মানসম্মত বীজ সরবরাহ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেলেও চাহিদার তুলনায় এ সরবরাহে পরিমাণ যথেষ্ট নয়। (সারণি-২)

সারণি-২ ঃ ২০০৭-০৮ সালে বীজের চাহিদা ও সরবরাহ

ফসল	চাহিদা	সরবরাহের পরিমাণ						
		বিএডিসি	ডিএই	বারি/ব্রি	বিজেআরআই	বেসরকারী /এনজিও	মোট	শতকরা হার
ধান	৩০৬৮৪০	৪৭০৯০	৫২৫০০	১১০(ব্রি)		১৮৮০০	১১৮৫০০	৩৯
গম	৭০৮০০	২১০০০	১৮০০০	২১৬		-	৩৯২০০	৫৫
ভুট্টা	৫০০০	৪৭০	-	৯		৪৫০০	৪৯৭০	৯৯
পাট	৪০০০	১২৫০	২০৫	-	১১০	১৩৫০	২৯১৫	৭৩
ডালবীজ	২১৩৭০	৪৯৫	২৩১৩	১১		-	২৮০৮	১৩
তৈলবীজ	১৫০০০	৫২৭	৯৫০	১৮		-	১৪৭৭	১০
সবজি	২৬০০	৭২	-	১		৮৫৭	৯৩০	৩৬
মসলাবীজ	১৩৭০০০	১০৩	১৮০	১		১০১	৩৮৪	০.২৮
আলু	৬০০০০০	১২৬৮৬	-	৯০৮		২৭০০০	৩৯৬৮৬	৭
মোট	১১৬২৬১০	৮৩৬৯৩					২১০৮৭০	১৮

উপরের সারণি হতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে মানসম্মত বীজ সরবরাহের পরিমাণ ছিল মোট ২১০৮৭০ মেট্রিক টন যা চাহিদার ১৮ শতাংশে। অবশ্য প্রধান ফসল ধানের ক্ষেত্রে এ চিত্র তুলনামূলক সন্তোষজনক। এ সময় ১১৮৫০০মেট্রিক টন মানসম্মত ধান বীজ সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে যা ছিল চাহিদার ৩৯%।

৪. বীজের সরবরাহ বৃদ্ধির সমস্যাসমূহ

৪.১ বীজ প্রযুক্তিগত শিক্ষা

একটি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে সেই কাজটি সুষ্ঠুভাবে করা যায়। বীজ প্রযুক্তি একটি আধুনিক বিষয় এবং এ বিষয়ে কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা নেবার সুবিধা এখনও দেশে সৃষ্টি হয়নি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বীজ সম্বন্ধীয় যে পাঠ্যক্রম রয়েছে তা আধুনিক বীজ প্রযুক্তি বিষয়ে সার্বিক শিক্ষা প্রদানে পর্যাপ্ত নয়। অসম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম পড়ে পাশ করা ছাত্ররা অসম্পূর্ণ বীজ প্রযুক্তিগত শিক্ষা নিয়ে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। ফলে বীজ ব্যবস্থায় (শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ, উৎপাদন, বিপণন) এক ধরণের মৌলিক অদক্ষতা সৃষ্টি হয়েছে এবং হয়েছে চলেছে।

৪.২ বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধা

৪.২.১ বীজ নিজে নিজের গুনাবলীর মান বজায় রাখতে পারে না। মান বজায় রাখার অবস্থা সৃষ্টি করতে পারলেই কেবল বীজে মান বজায় থাকে। অবস্থা সৃষ্টির জন্য বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি করতে হয়। যদি লক্ষ্য করা যায় দেখা যাবে বিএডিসির বীজ সরবরাহের পরিমাণ বেড়েছে তার বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরণ করার মতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সাথে।

৪.৩ ভাল জাতের পর্যাপ্ততা

৪.৩.১ জাতীয় কৃষি গবেষণা সিষ্টেম হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ধানের জাত পাওয়া গেছে যা উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রভূত অবদান রেখেছে। কিন্তু কৃষক পর্যায়ে সব সময়ই স্বল্প সংখ্যক জাত জনপ্রিয় হয়ে আছে। অন্যদিকে সীমান্তে ওপার থেকে আসা ধানের অনেক জাত কৃষক পর্যায়ে বেশ জনপ্রিয়। গমের অনেক জাত ছাড় করা হয়েছে কিন্তু একটি জাত শতকরা ৯০ ভাগেরও ওপর এলাকায় চাষ হচ্ছে। পাটে জাতের বেলায় দেশের উদ্ভাবিত জাতের সাথে সাথে বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সীমান্ত-র ওপারের জাতও ব্যবহৃত হচ্ছে। ডাল ও তৈলজাতীয় ফসলের বেলায় জনপ্রিয় জাতের সংখ্যা অতি অল্প। সব্জির ফসলের কয়েকটি জনপ্রিয় জাত রয়েছে। প্রায় এককভাবে সরকারী গবেষণার মাধ্যমে জাত উদ্ভাবন কাজ হচ্ছে। বেসরকারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। তবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ধান, ভুট্টা, শীতকালীন সব্জি এ সমস্ত- ফসলের হাইব্রিড প্রচলনে অবদান রেখেছে।

৪.৪ বীজ পরীক্ষণ সুবিধা সৃষ্টি

৪.৪.১ বীজ পরীর নিয়মাবলী মেনে বীজের মান নির্ণয়ের জন্য কিছু ছোট ছোট যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয় এবং পরীক্ষাগারের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে ব্যবহৃত বীজের তুলনায় বীজের মান নির্ণয়ের ব্যবস্থায় প্রচন্ড অপ্রতুলতা রয়েছে। বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সীর দু'টি পরীক্ষাগার এবং বিএডিসির একটি কেন্দ্রীয় পরীাগারসহ ২৫-২৬টি পরীাগার রয়েছে। বেসরকারী পর্যায়ে এনজিওর একটি পরীাগার রয়েছে।

৪.৪.২ মানঘোষিত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় বহু বীজ কোম্পানী বা ব্যবসায়ী নিজের বীজের মান নিজেই ঘোষণা দিয়ে বীজের প্যাকেটের গায়ে লিখে দিচ্ছে, কেউবা লেবেল সেঁটে দিচ্ছে। বীজ পরীক্ষাগারের সংখ্যা কম থাকায় বীজ মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সঠিকভাবে কার্যকরী হচ্ছে না।

৪.৪.৩ মানঘোষিত বীজ বাজারজাত করার ক্ষেত্রে বীজ পরীক্ষা সুবিধা থাকতে হবে অথবা নিবন্ধিত পরীাগার থেকে বীজ পরীক্ষা করে নিতে হবে। এ জন্য বীজ পরীণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে ব্যবহৃত বা প্যাকেটকৃত সব বীজ পরীক্ষা সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। এ বিবেচনায় ইতোমধ্যে বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সীর ২৫টি মিনি ল্যাবরেটরী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছে এবং বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সীকে পুণর্গঠনের একটি প্রস্তাব সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

৫. জলবায়ু ও বীজ ব্যবস্থা

লবনাক্ততা

মূলত পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের দণিাঞ্চলে সমুদ্রের পানির লবনাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের ১ মিলিয়ন হেক্টর জমি লবণাক্ততার কারণে চাষের অযোগ্য হয়ে আছে। সমুদ্রের লবনাক্ত জল দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে এবং ক্রমশই জমির লবনাক্ততা সহনীয় মাত্রার বাইরে চলে যাচ্ছে। লবনাক্ততা সহ্য করতে পারে এমন জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। লবনাক্ততা সহিষ্ণু জাত বের করা হয়েছে এবং আরও জাত পাইপ লাইনে আছে। আমন মৌসুমের ন্য ব্রি ধান-৪০ এবং ব্রি ধান-৪১ লবণাক্ত এলাকার জন্য বেশী উপযোগী। বোরো মৌসুমে ব্রি ধান-৪৭ এর চাষ ভাল হয়।

খরা

পানির অভাবে এবং সময়ে বৃষ্টির অভাবে রক্ষা পরিলতি হচ্ছে। এজন্য খরা সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কম সেচ দিয়ে ধান উৎপাদনের পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা চলছে। আশা করা যায় এ বিষয়েও অগ্রগতি হবে। বিআর-২০, বিআর-২১, ব্রি ধান-৪২ এবং ব্রি ধান-৪৩ সরাসরি জমিতে বপন উপযোগী জাত। ব্রি ধান-৩৩, ব্রি ধান-৩৯ এবং বি আর-৭ জাতের ধান চাষে সময় কম লাগে।

বন্যা ও সাইকোন

বন্যা পরবর্তী পুণর্বাসন উপযোগী আলোক সংবেদনশীল জাত যেমন বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রি ধান-৪৬ উদ্ভাবিত হয়েছে। বন্যার পরপর এ সমস্থ জাতের চারা রোপন/বপন করে বন্যা পরবর্তী সময়্য কাটানো সম্ভব হবে। বিআর-১১ ধানের সাথে জল নিমগ্নতা সহিষ্ণু জাতের জীন প্রবিষ্ট করে জল নিমগ্নতা জাত সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া চালু আছে। মোট কথা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করার জন্য সচেতন ভাবে জাত উদ্ভাবন প্রক্রিয়া চালু আছে। ফলে কিছু জাত আমরা ব্যবহারে আনতে পেরেছি। এ বিষয়ে প্রচেষ্টা আরো নিবিড় করতে হবে।

৬. উপসংহার

এ মেলা আয়োজনে বেসরকারি পর্যায় থেকে স্পন্সর ও কো-স্পন্সর হিসেবে অভূতপূর্ণ সাড়া পাওয়া গেছে। সরকারি ও বেসরকারী বীজ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত উদ্যোগে আসন্ন বছরগুলোতে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ আরো বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি কৃষকের ফসল উৎপাদনের হারও বাড়বে। উন্নত বীজ ও টেকসই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষককুল অধিক মাত্রায় ফসল উৎপাদন করে খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান, দারিদ্র বিমোচন ও গ্রামীণ উন্নয়নসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করবে।

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ আষাঢ় ১৪১৫
৩০ জুন ২০০৮

বাণী

কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন বেসরকারি বীজ প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে ৩০ জুন থেকে ২ জুলাই ২০০৮ পর্যন্ত ঢাকায় জাতীয় বীজ সম্মেলন ও মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় "জলবায়ু পরিবর্তনে খাদ্য নিরাপত্তায় বীজ" নির্বাচন যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

কৃষির অন্যতম প্রধান উপকরণ বীজ। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিরূপ জলবায়ু সহিষ্ণু ও মান সম্মত বীজের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ অত্যন্ত জরুরী। আমি আশা করবো, এই বীজ সম্মেলন ও মেলা উন্নতমানের বীজ উদ্ভাবন, সরবরাহ ও লাগসই ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

আমি জাতীয় বীজ সম্মেলন ও মেলা ২০০৮-এর সাফল্য কামনা করি।

ফখরুদ্দীন আহমদ

ড. সি এস করিম
উপদেষ্টা
কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফোন ঃ ৭১৬৯২৭৭ (কৃষি), ৭১৬১২০১ (পানি)
ফ্যাক্সঃ ৭১৭১৫৫৫(কৃষি), ৭১৬২৬৪০ (পানি)
উপদেষ্টা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা বিধান আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই একটি বড় সমস্যা বলে চিহ্নিত। এ ক্ষেত্রে নিজস্ব উদ্যোগে খাদ্য নিরাপত্তার অত্যাবশ্যকতা অনুভূত। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত মানের বীজ একটি অন্যতম পূর্ব শর্ত। কৃষি ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনাময় এ দেশে ফসলের গড় উৎপাদন বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় এখনও কম। অন্যান্য কারণের মধ্যে উন্নত জাতের মানসম্পন্ন বীজের প্রাপ্যতা যথেষ্ট নয় বিধায় উৎপাদন দক্ষতা বিঘ্নিত হচ্ছে। বীজ সরবরাহে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে, উপরোক্ত উভয় খাতেই মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি করে আমাদের দেশে শস্য উৎপাদনের পরিমাণ চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে বিবেচ্য।

দেশের খাদ্য উৎপাদনে কৃষকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। বর্তমান বছরেই তাঁদের শ্রমের ফলপ্রসূতিতে বোরোসহ গম, ভুট্টা ও রবি মৌসুমের অন্যান্য ফসলের বাম্পার উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তির সাথে সাথে তাঁদের নিকট উন্নত বীজ সরবরাহ করা সম্ভব হলে ভবিষ্যতে চাহিদা মোতাবেক ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হলে আমরা টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে সক্ষম হবো।

আধুনিক বীজ প্রযুক্তি সম্পর্কে বীজ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে "বীজ মেলা" নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও কার্যকর উদ্যোগ। জাতীয় বীজ সম্মেলন ও মেলা ২০০৮ সর্বস্তরের মানুষের মাঝে উন্নত মানের বীজ উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করছি।

আমি এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

২৪/০৬/০৮

(ড. সি এস করিম)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বায়নের যুগে কৃষি ও কৃষকের উন্নতি দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির অন্যতম প্রধান উপায়। বীজ শিল্পের উন্নয়ন ও লাগসই কৃষি প্রযুক্তি কৃষকের উন্নতিসহ আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির জন্য খাদ্য চাহিদা পূরণে ভাল মানের বীজ প্রয়োজন। অধিক ফসল উৎপাদনে প্রধান উপকরণ আবহাওয়া উপযোগী উন্নত জাতের মান সম্মত বীজ। এ সম্পর্কে কৃষকের সচেতনতা দিন দিন বাড়ছে। ফলে ভাল বীজের চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি বীজ শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের অবদান সর্বজন স্বীকৃত ও প্রশংসিত। বেসরকারি পর্যায়ে বীজ উৎপাদনের পাশাপাশি পরিবর্তনশীল জলবায়ুর উপযোগী ফসলজাত উন্নয়ন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াস বীজ শিল্পকে আরো উন্নত করবে এ আমার বিশ্বাস।

আমি জাতীয় পর্যায়ে মানসম্মত বীজের চাহিদা পূরণে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে নেতৃত্ব প্রদানকারী বীজ শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সকলের উত্তরোত্তর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি কামনা করি। একই সংগে জাতীয় বীজ সম্মেলন ও মেলা-২০০৮ এর সাফল্য কামনা করি।

(এম আবদুল আজিজ এনডিসি)

চেয়ারম্যান
বিএডিসি, ঢাকা

বাণী

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ৩০ জুন'০৮ হতে ২জুলাই'০৮ পর্যন্ত ৩ (তিন) দিন ব্যাপী জাতীয় বীজ সম্মেলন ও মেলা'২০০৮ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত এবং এই প্রচেষ্টাকে জানাই অভিনন্দন ।

কৃষি উৎপাদনে যে কাটি উপকরণ সরাসরি জড়িত তার মধ্যে বীজই প্রধান ও মুখ্য । বিএডিসি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত মৌলবীজ দ্বারা সংস্থার নিজস্ব বীজ উৎপাদন খামারে ভিত্তি শ্রেণীর বীজ উৎপাদন করে এবং সেই ভিত্তি বীজ দ্বারা চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে প্রত্যয়িত ও মানঘোষিত শ্রেণীর বীজ উৎপাদন করে পরবর্তী উৎপাদন মৌসুমে কৃষকের মাঝে সুলভ মূল্যে বিতরণ করে। বিএডিসি'র বীজ কৃষক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে যার ফলে বিতরণের পরিমাণও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। "ভাল বীজে ভাল ফসল" এ স্লোগানটি আজ কৃষক পর্যায়ে স্বীকৃত। দেশে বীজ শিল্প প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজস্ব কার্যক্রমের পাশাপাশি বিএডিসি বেসরকারী পর্যায়ে বীজ প্রযুক্তি হস্তান্তর, বীজ শিল্প উন্নয়নে সহযোগিতা এবং সেবা প্রদান কার্যক্রম জোরদারভাবে পরিচালনা করে যাচ্ছে।
ক্রমহ্রাসমান জমি হতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কৃষির একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ আরো বৃদ্ধি করা সময়ের প্রেক্ষাপটে খুবই প্রয়োজন। বিএডিসি ২০০৭-০৮ সালে প্রায় ৮০ হাজার টন (১০%) বীজ সরবরাহ করেছে। ২০১০-১১ সালে ১,২৬,০৬৩ টন (১৫%) বীজ সরবরাহের পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হাইব্রিড ও উন্নত জাতের নির্ধারিত মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহের পরিকল্পনা সফল করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সকলে মিলে নিতে হবে।

বীজ সম্মেলন ও মেলা'২০০৮ সরকারী ও বেসরকারী বীজ প্রতিষ্ঠান এবং সব উদ্যোক্তাকে গুণগত ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে আরো উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। সকলের সম্মিলিত প্রয়াস বীজ শিল্পকে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ করবে এবং একই সঙ্গে উন্নতমানের বীজ ও বীজ ভিত্তিক প্রযুক্তি কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে দিতে বীজ মেলা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে বলে আমি আশা করি।

আমি জাতীয় বীজ সম্মেলন ও মেলা'২০০৮ এর সুন্দর ও সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(আবদুর রাজ্জাক)

সভাপতি
বাংলাদেশ সীড প্রোয়ার্স ডিলারস মার্কেটিং এ্যাসোসিয়েশন

বাংলাদেশের কৃষিতে গত পনের বছরে লক্ষণীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। খাদ্য শস্য উৎপাদন খাত এবং এর মূল যোগানদাতা বীজ শিল্পের বিবর্তন হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য চাষী, ব্যবসায়ী, সরকার ও বেসরকারী সংস্থাগুলো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা আমাদের অর্থনীতি স্থিতিশীল করে তোলার পাশাপাশি দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানও চাঙ্গা করে তুলবে।

৮০র দশকের পূর্বে দেশের কৃষক ভাইয়েরা মূলতঃ নিজের সংরক্ষিত বীজ ও স্বল্প পরিমানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং বিএডিসি কর্তৃক বাজারজাতকৃত বীজের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করতো